দণ্ডী ঃ— সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি আচার্য দণ্ডী। অবন্তীসুন্দরী কথা নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় আচার্য দণ্ডী দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। অতি শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে দণ্ডী সরস্বতী ও শ্রুত নামক এক দম্পতীর কোলে আশ্রিত হন।

'স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত।
অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ।।

সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক দণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডী এবং 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্যের রচয়িতা দণ্ডী। উভয় দণ্ডী একই ব্যক্তি কিনা এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। দণ্ডী ভামহের পরবর্তী এবং বামনের

পূর্ববর্তী। এই হিসেবে তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি হিসেবে বিবেচিত হন।

দণ্ডী বিরচিত গদ্যকাব্য 'দশকুমারচরিত'। কাব্যটি পূর্বপীঠিকা, মূলঅংশ ও উত্তরপীঠিকা এই তিন ভাগে বিভক্ত। কাব্যটির আরম্ভ ও অন্তিম পর্যায় অসংলগ্ন বলে অনেকে মনে করেন দণ্ডী দশকুমারচরিত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। দণ্ডীর কাব্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল প্রাঞ্জলতা। সন্ধি ও সমাসের মাত্রাহীন প্রয়োগ কিংবা শ্লেষ অলংকারের আধিক্য কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে। উল্লেখ্য দণ্ডীর রচনা দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসের ভারে ভারাক্রান্ত হয় নি। প্রসাদ গুণ সমন্বিত দণ্ডীর কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি তাই 'পদলালিত্যের কবি' হিসেবে পরিচিত— *'দণ্ডিণঃ পদলালিত্যম্'।*

মগধ রাজ রাজহংস সিংহাসন চ্যুত। সপরিবার তিনি অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। সেখানেই পুত্র রাজবাহনের জন্ম হয়। কালে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে রাজবাহন তাঁর অপর নয়জন বন্ধুর সাথে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বহির্গত হন। অভিযানের সুদীর্ঘপথে দশকুমারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক অনুলেখনে দশকুমার চরিত রচিত। দণ্ডীর কাহিনীবর্ণন দক্ষতা অতুলনীয়। কাহিনীর জাল বুনে পাঠক চিত্তকে সাহিত্যরসের অমিয় ধারায় তিনি স্নান করিয়েছেন। সমকালীন সমাজ ও দণ্ডীর বিচিত্র জ্ঞানের উপস্থাপনায় দশকুমার পরিপূর্ণ।